দুর্নীতি দমন কমিশন-এর ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২১ নভেম্বর ২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

দুর্নীতি দমন কমিশনের নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য ২০০৪ সালে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। আমাদের সমাজে বিদ্যমান অনেক অপরাধের মধ্যে দুর্নীতি একটি প্রাচীনতম অপরাধ। কালের বিবর্তনে এ অপরাধের প্রকৃতি বিবর্তিত হচ্ছে। অপরাধীরা বিভিন্ন কৌশলে অপরাধ করছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনও তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদেকে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, কমিশন এ লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে এবং তাদের সহযোগিতায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গঠন করেছে। কমিশনের এ কার্যক্রম সমাজকে পরিশুদ্ধ করার এক নবতর প্রচেষ্টা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক বৈষম্যের মূলে রয়েছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান– আসুন, আমরা সবাই মিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

আমি 'দুর্নীতি দমন কমিশন'-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

দুর্নীতি দমন কমিশন-এর পথপরিক্রমা

দুর্নীতি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশেষত সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা অর্জনের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দুর্নীতির প্রকৃতির বিবর্তন শুরু হয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ, জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা, প্রকল্প, কর্মসূচির পরিপূর্ণ সুফল থেকে দুর্নীতির কারণেই দেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া সরকারি, আধা সরকারি ও স্বশাসিত সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তর এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজন যেমন– অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মের অধিকার, যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেকাংশে দুর্নীতির কারণেই নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার জন্য ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন পাস হয় এবং ঐ সালের ২১শে নভেম্বর কমিশন যাত্রা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটেই ২১শে নভেম্বর পালিত হচ্ছে– দুর্নীতি দমন কমিশন-এর 'প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১৩'। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ'। প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী। সত্যিই সবাই মিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়।

তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। তিনজন কমিশনারের মধ্য থেকে একজনকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী। চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কমিশনারগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ১০৭৩ জনের জনবল কাঠামো নিয়ে কমিশন তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ছয়টি অনুবিভাগ রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন ১ জন করে মহাপরিচালক। সরকারের সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কমিশনের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪'-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। তাই অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে থাকে—

- অভিযোগটি কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ কি-না;
- অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক কি-না;
- অপরাধ সংঘটনের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে কি-না;
- অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্টতা;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ আছে কি-না;
- অভিযোগের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা।

কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় অধিকাংশই তফসিল বহির্ভূত অথবা ঢালাও অভিযোগ। ২০০৯ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫৭টি, অনুসন্ধানযোগ্য ছিল মাত্র ৩০২টি অর্থাৎ মোট অভিযোগের ৩.৯৪%। ২০১০ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ ৬৯৯৮টি। অনুসন্ধানযোগ্য অভিযোগ মাত্র ২৭৫টি অর্থাৎ মোট অভিযোগের ৩.৯২%। ২০১১ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ ৮০৫৬টি। অনুসন্ধানযোগ্য অভিযোগ মাত্র ১১৩৮টি অর্থাৎ মোট অভিযোগের ১৪.১২%। ২০১২ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ ৯৯৯৬টি। অনুসন্ধানযোগ্য অভিযোগ মাত্র ১০১৩টি অর্থাৎ মোট অভিযোগের ১০.১৩ %। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগ ৮১৮৮টি। অনুসন্ধানযোগ্য অভিযোগ মাত্র ৯৮২টি অর্থাৎ মোট অভিযোগের ১১.৯৯ %। যে সকল অভিযোগ গৃহীত হয়নি তার অধিকাংশই ছিল মূলত– সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, ব্যক্তিগত জায়গা-জমি, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিরোধ, প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ। তাছাড়া বেশকিছু অভিযোগ ব্যক্তিগত আক্রোশমূলক বলে প্রতীয়মান হয়। এসব অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত করার এখতিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশন-এর নেই। দুর্নীতি দমন কমিশন-এর তফসিলভুক্ত উল্লেখযোগ্য অপরাধসমূহ নিম্নরূপ–

- সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নির্বাচিত বা মনোনীত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ) বা উপঢৌকন গ্রহণ;
- সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নির্বাচিত বা মনোনীত জনপ্রতিনিধি অথবা বেসরকারি ব্যক্তির অবৈধভাবে স্বনামে বা বেনামে সম্পদ অর্জন;
- সরকারি অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন;
- সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা;
- সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা;
- মানি লন্ডারিং (অবৈধভাবে অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর, গোপন করা ও উক্ত কাজে সহায়তা প্রদান);
- বেসরকারি পর্যায়ে অধীনস্থ চাকুরে কর্তৃক অর্থসম্পদ আত্মসাৎ সংক্রান্ত অভিযোগ।

সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নির্বাচিত অথবা মনোনীত জনপ্রতিনিধি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কোনো ব্যক্তি অবৈধ অর্থসম্পদ অর্জন করে থাকলে তার নাম, পদবি/পেশা ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত তথ্যসহ অভিযোগ করা হলে দুদক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে–

- স্থাবর সম্পদের (বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট ও জমি ইত্যাদি) অবস্থান, পরিমাণ, আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;
- ব্যাংক হিসাব, শেয়ার, এফডিআর, সঞ্চয়পত্রসমূহের সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা প্রকার;
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ধরন ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানা;
- বৈধ আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন সংক্রান্ত বিবরণ।

সরকারি অর্থসম্পদ আত্মসাৎ ও ক্ষতি সাধনের অভিযোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্য থাকা প্রয়োজন–

- আত্মসাৎকৃত অর্থসম্পদের পরিমাণ ও সময়কাল;
- কোন দায়িত্ব থেকে, কখন, কীভাবে আত্মসাৎ করেছেন;
- উক্ত আত্মসাৎ-এর সাথে আর কারা জড়িত থেকে কীভাবে আত্মসাৎ-এর সহযোগিতা করেছেন তার বিবরণ।

ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ও অন্যান্য অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কখন, কীভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লাভবান হয়েছেন বা অন্যকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন বা রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদের ক্ষতি করেছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। তবে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং এর সমর্থনে তথ্য ও উপাত্ত থাকতে হবে। ন্যূনতম পক্ষে নিম্নের তথ্যগুলো থাকা আবশ্যক:

- অভিযোগের বিবরণ ও সংঘটিত হওয়ার সময়কাল;
- অভিযোগের সমর্থনে তথ্য-উপাত্ত;
- অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম (পদবি যদি থাকে) ও পূর্ণ ঠিকানা।

দুদকের যে সকল কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করা যাবে:
চেয়ারম্যান, কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ও সকল বিভাগীয় কার্যালয় এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয়।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমিশন অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মোট ১৯৪৩টি মামলা দায়েরের অনুমোদন এবং একই সময়ে ২৬৪৭টি মামলার চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিচারিক আদালতে ১৪২১ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৩০টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা হয়েছে। বর্তমানে বিচারিক আদালতে ৩৬৮২টি মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উচ্চ আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে ৭৫৫টি মামলার বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। একই সময়ে রিট/ক্রিমিনাল মিস কেস/ক্রিমিনাল আপিল/ক্রিমিনাল রিভিশন সংক্রান্ত মোট ১৫৩৬টি মামলার মধ্যে ৫৮৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৯৪৮টি রিট, ক্রিমিনাল মিস কেস, ক্রিমিনাল আপিল, ক্রিমিনাল রিভিশন বিচারাধীন রয়েছে।

প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা অনুবিভাগের কার্যক্রম

সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সৎ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯টি মহানগর, ৬২টি জেলা এবং ৪২১টি উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দেশের প্রায় ১৯ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে। সততা সংঘ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সততা সর্বোত্তম নীতি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগ স্ব-স্ব কর্ম এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'সততা সংঘ' গড়ে তোলা হয়েছে।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও মাননীয় কমিশনারদ্বয়ের নির্দেশনায় কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াই করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন। এ লড়াইয়ে সামিল হবার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে কমিশন আহ্বান জানাচ্ছে।

চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

বাণী

দুর্নীতি দমন কমিশন-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর আলোকে দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত দুর্নীতিমূলক কার্য দমনেই এ প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি করা হয়। যদিও কমিশন সৃষ্টির পূর্বেও দেশে দুর্নীতি দমনে দুর্নীতি দমন ব্যুরো কার্যকর ছিল। ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশের সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, দাতা সংস্থাসমূহসহ সাধারণ মানুষ সন্দিহান ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্টদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন আইন- ২০০৪ প্রণয়ন করে এবং তৎপরবর্তীতে ২০০৪ সালের ২১শে নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই কমিশনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রেখেছে। কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত যেকোনো ধরনের দুর্নীতির তথ্যবহুল অভিযোগ পেলেই অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্ম, বর্ণ বা অন্য কোনো পরিচয় কমিশনের নিকট বিবেচ্য নয়। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম এ অপরাধ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সকল উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাই কমিশন তার সাধ্য অনুযায়ী এ জাতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজে সততা, নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। দেশের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে। 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'- এ নীতির আলোকে দেশব্যাপী দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

মোঃ বদিউজ্জামান

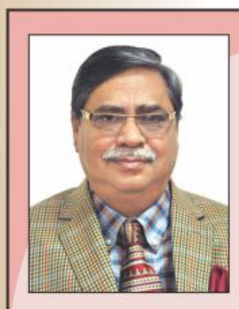

কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

বাণী

২১শে নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন-এর প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে গত বছরের ন্যায় এ বছরও কমিশন বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দুর্নীতি দমন কমিশন সাধারণত সরকারি অর্থসম্পদ আত্মসাৎ, সরকারি কর্তব্য পালনের সময় ঘুষ বা উপঢৌকন গ্রহণ, স্বনামে-বেনামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, মানি লন্ডারিং, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টাসহ কমিশনের তফসিলভুক্ত অন্যান্য অপরাধ সংশ্লিষ্ট অভিযোগের উপর আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অপরাধীদের আইনের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিশন তার দায়িত্ব পালনকালে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তি, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিচয়কে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ছিল অপরাধের ধরন ও অপরাধের সাথে অপরাধীর সংশ্লিষ্টতা। প্রতিটি অপরাধ অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ শেষে কমিশন তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এ সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া গ্রহণের পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমাজকে পরিশুদ্ধ করার নব নব চিন্তা ও কার্যক্রম গ্রহণ করছে কমিশন। দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। দেশের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই কমিশন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের জনগণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরো সচেতন করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিশেষে কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপপু

কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

বাণী

দুর্নীতি দমন কমিশন তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্নীতি একটি অমার্জনীয় ফৌজদারি অপরাধ। এ অপরাধের প্রকোপ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বিদ্যমান। সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা, প্রকল্প বা কর্মসূচির সুফল থেকে জনগণ বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দুর্নীতি। সরকারি সেবা এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও দেশের সাধারণ মানুষ ঘুষ দুর্নীতির কারণে হয়রানি আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এ প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ কমিশনকে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কমিশনের প্রতিটি অনুবিভাগ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তারপরও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে কমিশন ইতোমধ্যেই দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে। এ সকল কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপী জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। পাশাপাশি কমিশনের সকল কার্যক্রমে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। গণসচেতনতা ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে দুর্নীতি দমন কমিশন-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

ড.নাসিরউদ্দীন আহমেদ

সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন

বাণী

দুর্নীতি দমন কমিশন ২১শে নভেম্বর, ২০১৩ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। ক্রোড়পত্র প্রকাশ এ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নতুন সংযোজন।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধির বড়ো বাধা দুর্নীতি। বাংলাদেশও এ বাধার জালে আবদ্ধ। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদের মালিকানা অর্জন দুর্নীতির প্রথম সোপান। দুর্নীতি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কাজ। প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাত্র ১০৭৩ জনবল দিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া দুরূহ। তবে এক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে কাজে লাগাতে পারলে দুর্নীতি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং দমন কোনো দুরূহ বিষয় নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সাধারণ জনগণকে যদি সচেতন করা যায় তবে দুর্নীতি দমন কোনো কঠিন বিষয় নয়, দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণ আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করবে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বা দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি দুর্নীতি প্রতিরোধে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো– দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

আসন্ন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্‌যাপনে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন দিবস উদ্‌যাপনকে সাফল্যমন্ডিত করবে, এ কামনায়—

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী